actionaid
POWER IN PEOPLE
COUNTRY STRATEGY PAPER VI
PEOPLE POWER
HUMAN RIGHTS FOR ALL
END POVERTY
SAFER CITIES
STOP LAND GRABS
TAX Justice
Justice!
PETITION
3 + 3 = 6

©All rights reserved **- ActionAid Bangladesh,** September 2024
Visualisation and Design **- AAB Communications Team**

TOGETHER ONE
PEOPLE & PLANET
COUNTRY STRATEGY PAPER VI (2024 - 2028)
Plant Tree
Human Rights
End Poverty
People Power
Save our Planet
Power in People

বোর্ড চেয়ারপার্সনের বার্তা

কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার (সিএসপি) এমন একটি দলিল যেখানে কোনো একটি সংস্থা তার রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্যের (Mission) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য তার লক্ষ্য (Target) নির্ধারণ করে থাকে। তবে ষষ্ঠ সিএসপিতে আমরা আরো বৃহৎ পরিসরে আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনাকে হাজির করেছি। এবারই প্রথম আমরা দশ বছর মেয়াদী সিএসপি প্রণয়ন করছি। বিগত ৪০ বছর ধরে একশনএইড বাংলাদেশ (এএবি) এদেশে অনেক ক্ষেত্রে বহু অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। অতীত গৌরব এবং সুনামের উপর ভর করেই আমরা সামনের দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারতাম। কিন্তু একশনএইড বাংলাদেশ তার ৫০ বছর পূর্তির বছরে ক্যাম্পেইন এবং পরিষেবা কর্মসূচিগুলোর ব্যাপ্তি পাঁচগুণে উন্নীত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। নতুন লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের নূতন স্লোগান '৫০এ৫০'। তাই সিএপসি-০৬ এর মূল প্রতিপাদ্য হবে বাংলাদেশে আমাদের কার্যক্রমের ৫০তম বছরে বার্ষিক ক্যাম্পেইন এবং পরিষেবা প্রদানের কর্মসূচি বাবদ ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমান তহবিল ব্যয় করা। আমরা মানছি '৫০এ৫০' অনেক দু:সাহসী পরিকল্পনা। একটি বৈশ্বিক সংস্থা হিসাবে, নারী অধিকার এবং মানবাধিকার কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দুনিয়াজুড়ে ক্যাম্পেইন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে আমারা ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছি। যত কঠিন চ্যালেঞ্জই হোক না কেন, আমরা কখনও কোনো সংকটের মুখে পিছপা হই না। নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামোকে সমুন্নত রেখে, একশনএইড আগামীর যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রস্তুত। ক্যাম্পেইন উদ্যোগগুলো এবং পরিষেবা প্রদানের কার্যক্রমগুলো পাঁচগুণ বৃদ্ধি করার কারণেই আমি এ উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় বলে উল্লেখ করছি না। বরং খেয়াল করে দেখুন, এমন এক সময়ে আমরা এ সাহসী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি যখন বাংলাদেশ সবেমাত্র মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং এর ফলে 'নিম্ন আয়ের দেশ'-এর জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলো দ্রুতই বন্ধ হতে থাকবে। সিএসপি ৭ প্রণয়নের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সিএসপি ৬ কার্যকর থাকবে। আমরা কেবল আমাদের পরিষেবা সরবরাহ বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকছি না, বরং ডিজিটালাইজেশন এবং লীন পদ্ধতি (Lean Principle) অনুসরণ করে সেবার মানও উন্নত করব। উদ্যমী ও কঠোর পরিশ্রমী কর্মীবাহিনীর ছাড়া একশনএইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে এমন একটি দু:সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হত না। আর সেই কর্মীদের নেতৃত্বে রয়েছে একটি স্মার্ট এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সিনিয়র লিডারশিপ টিম (এসএলটি); বিশেষভাবে বলতে হবে আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস ফারাহ্ কবির এর কথা। আমি সিএসপি সম্পর্কে সত্যিই উচ্ছ্বসিত, কারণ আমরা কেবল কিছু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতেই তৃপ্ত না থেকে আরও বৃহদাকারে এ কাজগুলো করার প্রতিশ্রুতি পুন:ব্যক্ত করতে চাই। এমন একটি জোরালো এবং সুচিন্তিত সিএসপি প্রণয়ন করার জন্য আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং সিনিয়র লিডারশিপ টিম-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছাসহ
ইব্রাহিম খলিল আল-জায়াদ
চেয়ারপার্সন, নির্বাহী বোর্ড, এএআইবিএস

মুখবন্ধ

একশনএইড বাংলাদেশ তার আগামী পাঁচ বছর (২০২৪-২০২৮)-এর কর্মপরিকল্পনা জানান দিতে সিএসপি ৬ প্রণয়ন করেছে। সামাজিক, জলবায়ু, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান-এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে, সকল ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন এবং এমনকি নেতৃত্বের দুর্বলতা নিরসনে এই কৌশলপত্রের সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করেই রচিত হবে সপ্তম কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার। কমিউনিটি এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত, একশনএইড বাংলাদেশ-এর পঞ্চম কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার (২০১৮-২০২৩) এর মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ, এ একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড মেম্বার এবং জেনারেল অ্যাসেম্বলির মেম্বার, সংস্থার কর্মীবৃন্দ এবং অংশীদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিএসপি ৬ প্রণয়নের সময় যে দলিলগুলো থেকে নির্যাস গ্রহণ করা হয় : বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান (বিডিপি) ২১০০, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২২, হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (এইচআইইএস) ২০২২,
বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২৩ এবং বাংলাদেশ কান্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস (সিইএ) ২০২৩। আমাদের কৌশলপত্রটি প্রণয়নে এ নথিগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নেওয়ার সময় কমিউনিটি ও অংশীজনরা আমাদের কাছে কোন ধরনের সহায়তা পেতে চাইছে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে একশনএইড বাংলাদেশ-এর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ব্যাপারগুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছিলো। সিএসপি ৬ প্রস্তুত করার সময় একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি ২০২৮ : 'একশন ফর গ্লোবাল জাস্টিস' এবং একশনএইড-এর থিওরি অফ চেঞ্জ-এর সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে।

জেন্ডার সমতা অর্জন (গ্লোবাল গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৩, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম), মাতৃস্বাস্থ্য সূচকে উচ্চতর অবস্থান ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এবং নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ হার (এফএলআরপি)-এ অগ্রগতিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাঁচ বছর আগে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ হার ছিল ৩৬.৩ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ৪২.৬৮ শতাংশে (এলএফএস ২০২২) পৌঁছায়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর মতো নারীর অধিকার সুরক্ষা ও সমর্থনে আইনি সংস্কার ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে জেন্ডার বান্ধব বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেন্ডার ভিত্তিক মজুরির বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। তবে স্বল্প মজুরির চাকরিগুলোতেই নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের চাকরি হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে, তৈরি পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাওয়া যার প্রমাণ, যদিও এখনো নারীরা তৈরি পোশাক খাতের মেরুদণ্ড। বর্তমানে মোট নারী শ্রমশক্তির দশ শতাংশেরও কম এই আনুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত (এডিবি)। নারীরা অনেক নতুন নতুন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার, বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের উপস্থিতি এখনো অনেক কম।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির প্রসারের কারণে অ-কৃষি কার্যক্রমে বিপুল নারী যুক্ত হয়, যারা প্রধানত ই-কমার্স খাতের উদ্যোক্তা। 'উইমেন'স অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরাম'-এর ১১ লাখ ২১ হাজার সদস্যের মধ্যে প্রায় চার লাখ-ই নারী উদ্যোক্তা। করোনাকালে বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তা অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেন। তবে আর্থিক প্যাকেজ বা অন্যান্য সহায়তারূপে তারা কোনো

প্রণোদনা পাননি।

দেড় কোটির বেশি মানুষ প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কাজ করছে এবং বাংলাদেশের রেমিট্যান্স খাতে অবদান রাখছে। গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর ও জাতীয় রিজার্ভে রেমিট্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে আমরা প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি নিয়ে পুলকিত হচ্ছি, কিন্তু বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা এখনো জোরালো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ। শ্রমিকদের অধিকার খর্বের গুরুতর অভিযোগ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। একশনএইড বাংলাদেশ একটি আইনি বাধ্যবাধকতা নির্ধারণমূলক চুক্তি প্রণয়নে কাজ করছে যা শ্রম আমাদনিকারী দেশগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনবে এবং এই সিএসপি ৬ এর সময়কালে লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এর প্রচারণা অব্যাহত থাকবে।

টেকসই গুণগত প্রবৃদ্ধির জন্য এমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যা জবাবদিহিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিচালনা ব্যবস্থা অনুশীলন করে। বৈষম্য, দুর্নীতি এবং ১০ শতাংশ মানুষের হাতে সিংহভাগ সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বড় ধরনের আয় বৈষম্য তৈরি হয়েছে! নীতিনির্ধারকদের এই বৈষম্যগুলো নিরসনের জন্য কৌশলগুলো বিবেচনায় আনার সময় এসেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিকেন্দ্রীকৃত সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার, এর ক্ষমতাকে জোরদার করা, কার্যকরভাবে স্থানীয়করণ এবং মানানসই করণের জন্য বাজেট বরাদ্দের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি পদক্ষেপ।
একশনএইড বাংলাদেশ-এর স্বপ্ন বাংলাদেশে আমাদের আবির্ভাবের ৫০তম বছরে (২০৩৪ সালের মধ্যে) একটি ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার খাতে শক্তিশালী ভূমিকা ও তহবিল সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের কার্যকর অবদান রাখার তাগিদে ২০৩৪ সাল নাগাদ আমাদের তহবিল সক্ষমতা ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার স্বপ্ন দেখি আমরা।

ফারাহ্ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ

সূচি

বোর্ড চেয়ারপার্সনের বার্তা		২
মুখবন্ধ		৪
শব্দসংক্ষেপ		৮
১.	ভূমিকা	১০
২.	পটভূমি :	১২
৩.	কর্মসূচি নীতিমালা ২০২৪-২০২৮	১৪
৩.১	চূড়ান্ত লক্ষ্য :	১৫
৩.২	উদ্দেশ্য:	১৫
৩.৩	কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি	১৫
৩.৪	অগ্রাধিকারের মানদণ্ড	১৮
৪.	কর্মসূচির অগ্রাধিকার	২০
৪.১	অগ্রাধিকার ০১: নারী অধিকার ও জেন্ডার ন্যায্যতা	২১
৪.২	অগ্রাধিকার ০২. জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু ন্যায়বিচার (আরসিজে)	২২
৪.৩	অগ্রাধিকার ০৩ : তারুণ্য নির্ভর ও ন্যায্য সমাজ	২৫
৪.৪	অগ্রাধিকার ০৪: মানবাধিকার রক্ষার কর্মসূচি (এইচপি)	২৮
৫.	অংশীদারগণ ও অংশীদারিত্ব	৩০
৬.	বোর্ড ও পরিচালন ব্যবস্থা	৩১
৭.	সাংগঠনিক অগ্রাধিকারসমূহ	৩৩
৭.১	অংশিদারিত্ব ও অর্থ বরাদ্দে বৈচিত্র যোগ করা	৩৩
৭.২	ইনোভেশন হাব (Innovation Hub)	৩৬
৭.৩	নীতি গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি	৩৭
৭.৪	এমইএএল এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৩৯
৭.৫	মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস	৩৯
৭.৬	সাংগঠনিক উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তর	৪০
৭.৭	ফিন্যান্স ও এডমিন	৪১
৮.	সিএসপি ৬ এর সামগ্রিক প্রত্যাশিত ফলাফল	৪৪

শব্দসংক্ষেপ

এএবি: একশনএইড বাংলাদেশ
এএআই: একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল
এএআইবিএস: একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সোসাইটি
বিবিএস: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
বিডিপি: বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান
সিএনএসএ: ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া
সিইএ: কান্ট্রি এনভায়রনমেন্ট এনালাইসিস
সিআরএসএ: ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার (জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি)
সিএস: চাইল্ড স্পনস্পরশিপ
সিএসও: সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন
সিএসপি: কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার
ডিপিএইচই: ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ)
ডিআরআর: ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস)
ইএলটি: এক্সটেন্ডেড লিডারশিপ টিম
এফডিএমএন: ফোর্সেবলি ডিসপ্লেসড মিয়ানমার ন্যাশনাল (জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক)
এফএলআরপি: ফিমেইল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনরেট (মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার)
এফওয়াইপি: ফাইভ ইয়ার প্ল্যান (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)
জিবিভি: জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা)
জিসিএফ: গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (সবুজ জলবায়ু তহবিল)
জিডিপি: গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
জিএনডিআর: গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ফর ডিজাস্টার রিডাকশন
এইচএফএ: হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন
এইচআইইএস: হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (বসতবাড়ির আয় ও ব্যয় জরিপ)
এইচআরবিএ: মানবাধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি
আইবিপি: আন্তর্জাতিক বাজেট অংশীদারত্ব
আইএনজিও: আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা
এলএফএস: শ্রমশক্তি জরিপ
এলজিবিটিকিউ: লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এন্ড কুইয়ার
এলজিইডি: লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)
এলআরপি: লোকাল রাইটস প্রোগ্রাম (স্থানীয় অধিকার কর্মসূচী)
এম এন্ড ই: মনিটিরিং এন্ড ইভেল্যুয়েশন (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন)
মিইএএল: মনিটিরিং ইভেল্যুয়েশন একাউন্টিবিলিটি এন্ড লার্নিং (পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা ও শিখন)
ন্যাপ: ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান (জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা)
এনডিএ: ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি
এনইইটি: নট ইন এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট অর ট্রেইনিং
এনজিও: বেসরকারি সংস্থা
পিওয়াইডি: পজিটিভ ইয়োথ ডেভেলপমেন্ট
এসডিজি: সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি)
এসএফডিআরআর: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক
এসএলটি: সিনিয়র লিডারশিপ টিম
এসআরএইচআর: সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রাইটস (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার)
টিওসি: থিউরি অব চেঞ্জ (পরিবর্তনের তত্ত্ব)
ইউকে: যুক্তরাজ্য
ইউএন: জাতিসংঘ
ভিএডব্লু: ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (নারীর প্রতি সংহিসতা)

১. ভূমিকা

একশনএইড একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ (Federation) যারা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের জীবনে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ১৯৭২ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের পর একশনএইড বিশ্বের ৭০ টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে কার্যক্রম চালু করে। সংস্থাটি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া)-তে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

১৯৮৩ সালে ভোলায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় একশনএইড যুক্তরাজ্য-এর একটি শাখা হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে একশনএইড বাংলাদেশ। গত ৪০ বছর ধরে এদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এই সংস্থাটি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের হতে সহায়তা করছে। এই মানুষগুলো একশনএইড-এর সহায়তায় নিজেদের এবং তাদের কমিউনিটির জন্য একটি ন্যায্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়তে পেরেছে। একশনএইড বাংলাদেশ ২০১৪ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন-এর সহযোগী সদস্য হিসেবে নাম লেখায় এবং একশনএইড-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) এবং মূল্যবোধ (Values) সমুন্নত রাখতে এই ফেডারেশনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর 'একশনস ফর গ্লোবাল জাস্টিস' শীর্ষক বৈশ্বিক কৌশলপত্র ২০১৮-২০২৮ গৃহীত হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। এই বৈশ্বিক কৌশলপত্রটি দশ বছরের জন্য ফেডারেশনের দিকনির্দেশনার রূপরেখা হাজির করে, যার মধ্যে আছে নারী ও মেয়েদের অধিকার আদায়কে তরান্বিত করা, টেকসই জীবিকার জন্য মানানসই (Resilient) সমাধান বের করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমাজের নানাভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ও জরুরি সংকটময় (Emergencies) পরিস্থিতির আগে, সংকটের সময় এবং সংকটের পরে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জন্য রাজনৈতিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা। কৌশলপত্রটিতে একটি ন্যায্য সমাজের স্বপ্ন বোনা হয়েছে; যেখানে নারী ও মেয়েরা মর্যাদার সাথে তাদের নিজ জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখবে।

একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল তার বৈশ্বিক কৌশলপত্রের আলোকে একটি দ্বিতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কাঠামো (২০২১-২০২৩) প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য উপায় এবং লড়াইয়ের জন্য একশনএইড-এর প্রতিশ্রুতিকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। সেই প্রতিশ্রুতিতে রয়েছে মানবাধিকার, বিশেষত নারী অধিকার এবং পরিবেশের সুরক্ষা এবং এসব বিষয় প্রচারে অগ্রাধিকার। এই রূপান্তরটির প্রধান দিকগুলো হলো :

- **নারীবাদী (Feminist) :** জেন্ডার-এর মত চাক্ষুষ বৈষম্যের সাথে সাথে শ্রেণি, জাতীয়তা এবং যৌনতার দৃষ্টিভঙ্গির মতো ইস্যুতে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা।
- **ন্যায্য (Just) :** কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই ন্যায্যতা নিশ্চিত করা ।
- **পরিবেশবান্ধব (Green) :** ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং পরিবেশের অপরাপর প্রাণগুলোর জীবনের চাহিদার সাথে আমাদের জীবনধারনের বর্তমান প্রয়োজনগুলোর চাহিদাপূরণের মধ্যে একটি টেকসই ভারসাম্য নিরুপণ করা।

একশনএইড বাংলাদেশ এমুহুর্তে তৃতীয় কৌশলগত বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২৫-২০২৮ প্রণয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

২. পটভূমি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ তার পথচলায় প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মুখে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য ও ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। চরম দারিদ্র্য ও নাজুক অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ একটি উৎপাদন চালিত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যদিও আরএমজি খাতের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার কারণে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য অনেক কম। জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক মন্দার মতো প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলো উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের এই এগিয়ে চলা।
আন্তর্জাতিক মহলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংহতি ও দাতাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সহায়তা এবং সেইসাথে কার্যকর সরকারি নীতি বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করেছে। দারিদ্রের হার হ্রাস এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে এই দেশটি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ-এ উন্নীত হয়।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প অর্থনীতিতে পৌঁছানো বাংলাদেশের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জন। কৌশলগত শিল্পায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ বৈশ্বিক উৎপাদনকারী দেশ। জলবায়ু ঝুঁকি এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও বাংলাদেশ তার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনা প্রশংসিত হয়েছে। ব্লু ইকোনমি-কে কাজে লাগিয়ে, তথা সমুদ্রের অব্যবহৃত সম্পদকে ব্যবহার করে রাতারাতি বিপুল প্রবৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ধাবিতে হতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপে ঘুরেফিরে যে বিষয়গুলো চলে আসে : পানিসম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং বদ্বীপ অঞ্চলে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ু অভিযোজন কৌশল এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভৌগোলিক সংকট, জনসংখ্যার চাপ এবং পানি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সমতায় জোর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা। আর এ পরিকল্পনায় কমিউনিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দ্য হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (এইচআইইএস) ২০২২-এ প্রাপ্ত তথ্য মতে জাতীয় পর্যায়ে সাত বছর বা তার বেশি বয়সের নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার ৭৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৭০.৩ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছুটা কম এবং শহরে এটি ৮২ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। হেডকাউন্ট রেট (এইচসিআর) পদ্ধতিতে ২০২২ সালের পরিসংখ্যানে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ দারিদ্রসীমায় রয়েছে ১৮.৭ শতাংশ মানুষ, গ্রামাঞ্চলে এই হার ২০.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৪.৭ শতাংশ। একইভাবে, ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্রসীমায় ছিল ৫.৬ শতাংশ মানুষ, গ্রামাঞ্চলে ৬.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩.৮ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্রের অবস্থার একটি নমুনা তুলে ধরে। এইচআইইএস ২০২২ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১০.৪৭ শতাংশ পরিবার দেশের অভ্যন্তরে (এক জেলা থেকে অন্য জেলা) বা বিদেশে অভিবাসিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ২.২৫ শতাংশ পরিবার দেশের অভ্যন্তরে অভিবাসনের কথা জানিয়েছে এবং ৮.৩৩ শতাংশ বিদেশে অভিবাসিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র সূচকের আলোকে পরিচালিত বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২৩ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে যারা ১৫ বছর বয়েসের আগে এবং ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করেছেন বা সঙ্গীর সাথে একসাথে আছেন তাদের হার যথাক্রমে ৮.২ শতাংশ এবং ৪১.৬ শতাংশ। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত যুবদের (১৫-২৪ বছর বয়সী) হার ৪০.৬৭ শতাংশ, যার মধ্যে ৬১.৭১ শতাংশই নারী। প্রাথমিকভাবে পরিবেশবান্ধব জ্বালানী এবং প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে এমন জনসংখ্যার হার ২৯.৬৭ শতাংশ।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস (সিইএ) ২০২৩-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, বায়ু দূষণ, অনিরাপদ পানি, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন এবং সীসা দূষণ সহ বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হয়েছে, এবং এই ক্ষতির পরিমাণ ২০১৯ সালে জিডিপি'র ১৭.৬ শতাংশ। সে অনুযায়ী

পরিবেশগত কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে ৬২ বিলিয়ন ডলার (যুক্তরাষ্ট্রে যা মাথাপিছু প্রায় ১৯০ ডলার)। কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো গৃহস্থালি কাজের দ্বারা সৃষ্ট এবং ঘরের বাইরের কর্মকাণ্ডের (কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া) দ্বারা সৃষ্ট বায়ু দূষণ, যা জিডিপি'র ৮.৩২ শতাংশ ক্ষতির জন্য দায়ী এবং যার পরিমাণ ৩২ বিলিয়ন ডলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু প্রায় ৯৮ ডলার) সমতুল্য। প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে এই পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো বছরে দুই লা[illegible]২ হাজারেরও বেশি অকাল মৃত্যু এবং মানুষের মোট ৫২০ কোটি দিন অসুস্থতার জন্যে দায়ী।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর পরবর্তী পরিণতিসহ সর্বশেষ সিএসপি ৬ এর মেয়াদকাল থেকে বিশ্ব বড় ধরনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে যা গোটা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রেখেছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ছাত্রদের বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং পূর্ববর্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এখন (২০২৪ সালের আগস্ট) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়ীত্বরত আছে। মিয়ানমারে গণহত্যার কারণে, ২০১৭ সালের দিকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আগমনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এখন ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাসরত। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অতি সম্প্রতি গাজায় গণহত্যা মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এরফলে বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নয়ন ও শান্তিতে বহু বছরের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সুফল আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। জলবায়ু বিনাশী তৎপরতা (Climate extremities) দুনিয়াজুড়ে বৈষম্যকে তীব্রতর করে তুলছে এবং এর প্রভাব বৈশ্বিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনে এবং সবদেশেই প্রকট হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করা উচিত যাতে করে বৈশ্বিক উন্নয়নে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং যৌথ স্বার্থের ইস্যুগুলোতে একক সমাধানের প্রস্তাব হাজির করা সম্ভব হয়।

ছাত্রদের নেতৃত্বে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে বৈষম্য ও স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশে ২০২৪ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই আন্দোলন নতুন ধরনের প্রত্যাশা এবং চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে এসেছে। এই কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সাম্প্রতিক এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

৩. কর্মসূচি নীতিমালা ২০২৪-২০২৮

৩.১ চূড়ান্ত লক্ষ্য

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, জলবায়ু অভিযোজনশীল, দুর্যোগ সহনশীল উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য টেকসই আগামী বিনির্মাণের জন্য কাজ করে যাওয়া।

৩.২ উদ্দেশ্য

নারী ও তরুণ নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে এগিয়ে নেওয়া, উদ্ভাবন, পরিবেশবান্ধব রূপান্তর, সরকারি সম্পদ বরাদ্দ এবং জেন্ডার সংবেদনশীল পরিষেবা প্রদান এবং নীতি ও আইনি সংস্কারে জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে সমর্থন করার মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য ন্যায্যতার লড়াই জোরদার করা।

৩.৩ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি

একশনএইড বাংলাদেশ ২০২৮ সালের মধ্যে সরাসরি ৩০ লাখ মানুষের মধ্যে চারটি বিষয়ভিত্তিক খাতে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ন্যায্য অধিকার আদায়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এবং জলবায়ু-সংবেদনশীলতাকে সমুন্নত রেখে কাজ করবো আমরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে দারিদ্রপীড়িত বিভিন্ন কমিউনিটি ও তাদের অধিকার ভিত্তিক সংগঠনগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে একশনএইড, যাতে করে এই কমিউনিটি ও সংগঠনগুলো নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিকশিত হতে পারে।

কমিউনিটির সাথে আমাদের কাজ লোকাল রাইটস প্রোগ্রাম (এলআরপি) মডেল অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। এই উদ্যোগটির ভাবনা এসেছে কমিউনিটির ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার রক্ষা এবং স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন প্রচারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। চাইল্ড স্পন্সরশীপ (সিএস) একশনএইড-এর স্বতন্ত্র তহবিল সংগ্রহ উদ্যোগের মূল উপাদান যা এলআরপি-কে সচল রাখে। আমরা সচেতনভাবেই এবং কৌশলগত বিবেচনায়ও শিশুদের কল্যাণে কর্মসূচি পরিচালনা করি, শিশু অধিকার এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করি, এবং এ ধরনের কাজকে কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি আমরা।

আমরা বিশ্বাস করি, দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতা (Resilience) অর্জন করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি এবং

আচরণকে প্রভাবিত করা, ক্ষতিকর অনুশীলনগুলো প্রতিরোধ এবং সেগুলো থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা—এ বিষয়গুলোর সাথে জনগণের মালিকানাকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং পরিষেবাগুলোতে প্রাপ্যতা বাড়ানোর মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য, জবাবদিহিমূলক সরকারি পরিষেবা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের অন্যতম কার্যকর সমাধান। তাই আমাদের লক্ষ্য, নাগরিক ও সরকারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং সমন্বিত জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, পরিবেশবান্ধব রূপান্তর এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য দেশীয়ভাবে গৃহীত উদ্যোগ ও আন্দোলনকে সহায়তা যোগানো; যেখানে শিশু, নারী, তরুণ, সংখ্যালঘু এবং নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহভাবে অংশ নিতে পারে। তাদের মধ্যে সঠিক দক্ষতা তৈরি, নেতৃত্ব বিকাশ, সক্রিয় নাগরিকত্ব জোরদার, এবং তাদের সফট ও হার্ড স্কিল বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করব। একদিকে কর্পোরেট পরিবেশে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে, আবার অন্যদিকে মানবাধিকার, মানব পুঁজি উন্নয়ন (Human Capital Development), আইনের শাসন এবং সামাজিক সম্মতির (social compliance) দৃষ্টিকোণ থেকে মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রচারেও আমরা গুরুত্ব দিব, যাতে বৈচিত্র্যময় জীবিকার সুযোগগুলোতে ন্যায্য প্রাপ্যতা, অর্থায়নের প্রাপ্যতা (access to Finance) এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে সম্পদের (resources) উপর পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারি।

উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনায় একশনএইড-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রধান

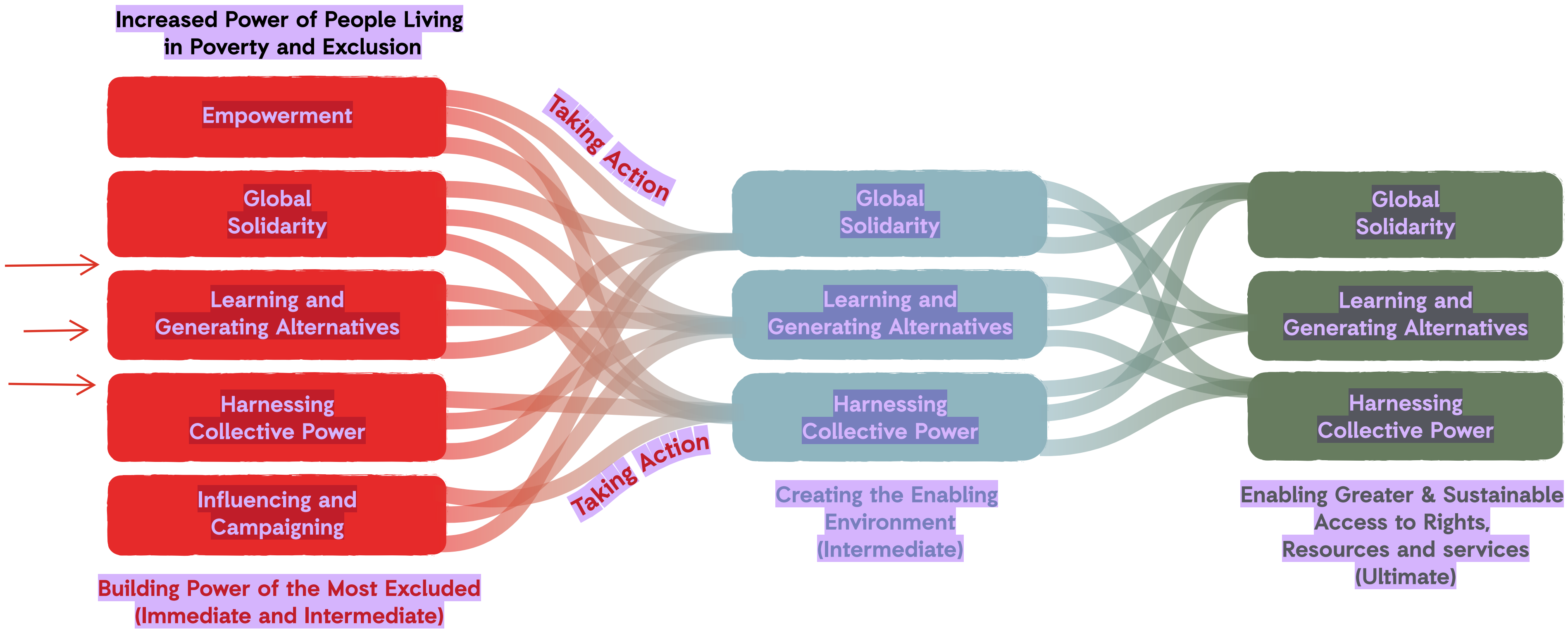

উপাদানগুলো হলো : প্রাপ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, কমিউনিটির মালিকানা, এবং স্কেলেবিলিটি নীতিমালাসমূহ (Scalability Principles)। যদিও, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রশ্নে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে গ্রহণযোগ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রথানির্ভর সমাধান অনুসরণ করা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।

পরিশেষে, আমরা স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক এবং ক্যাম্পেইনগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে, নীতিমালা সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলো কার্যকরভাবে অবহিত করতে তৃণমূল থেকে নমুনা ও সমাধানগুলো তুলে এনে হাজির করব।

একশনএইড বিশ্বাস করে, রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতার কাঠামোতে (Power Dynamics) পরিবর্তন জরুরি। অতএব, ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো একটি পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে নতুন একটি পরিস্থিতিতে উন্নীত হয়; এক্ষেত্রে পূর্বেকার পরিস্থিতির ওপর তাদের সীমিত নিয়ন্ত্রণ থাকলেও নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায্যতা এবং ক্ষমতার বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি অর্জন করে তারা। এই পরিবর্তনগুলোর জন্য দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার মানুষের মধ্য থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া, তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং দারিদ্র্যের কাঠামোগত কারণগুলো মোকাবেলার জন্য ক্যাম্পেইনকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের জন্য একই ধরনের প্লাটফর্মগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের জন্য আমাদের নিজস্ব পন্থার তিনটি স্তম্ভ রয়েছে :

- **দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে থেকে জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্ব তৈরি করা, প্রাসঙ্গিক ক্ষমতাকাঠামো, তথা তাদের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী দৃশ্যমান, অদৃশ্য এবং লুকায়িত কারণসমূহ চিহ্নিত করতে শেখানো।**
- **বৈষম্য, পিছিয়ে পড়া এবং অবিচারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলতে একই ধরনের আন্দোলন এবং সংহতি জ্ঞাপনকারী সংস্থার সাথে যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।**
- **বিদ্যমান কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাসহ অধিকারসমূহ আদায়ের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান এবং নিজস্ব উদ্যোগেও এ ধরনের কর্মসূচি আয়োজন করা। এ কর্মসূচিগুলোতে তুলে ধরা বক্তব্য হবে প্রমাণ নির্ভর এবং বিকল্প সমাধানের পথও সেখানে নির্দেশ করা থাকবে।**

৩.৪ অগ্রাধিকারের মানদণ্ড

সিএসপি-০৫ এর অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে, দেশজুড়ে একশনএইড বাংলাদেশ-এর সকল কার্যক্রমের প্রভাবসমূহের সংযোগ ও একীভূতকরণ জোরদার করা এবং সেগুলোকে বিশ্বব্যাপী একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল এবং অন্যান্য অংশীজনদের প্রাপ্ত পর্যালোচনাগুলোর সাথে একীভূত করা জরুরি।

নতুন কর্মসূচি, নতুন অংশীদার, নতুন অঞ্চল বাছাই করার সময় একশনএইড বাংলাদেশ তার অর্থ বরাদ্দের অগ্রাধিকার নিরূপণে নিম্নলিখিত মানদণ্ড প্রয়োগ করবে:

- **দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অবিচারের মাত্রা**
- **যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করা, সমাধান ও নেতৃত্ব নির্বাচনে বিশ্লেষণ করার সময় স্থানীয় কমিউনিটি ও অংশীদারদের অংশগ্রহণ,**
- **অন্য কর্মসূচির সাথে ওভারল্যাপ (Overlap) বা নকল (Duplication) হয়েছে কিনা**
- **অন্যদের দ্বারা প্রতিলিপি হলো কিনা, সেজন্য একটি কনসোর্টিয়াম পদ্ধতিতে কাজ করার সময় যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সবপক্ষ মিলে রিসোর্সসমূহ মিলিয়ে দেখা,**
- **প্রস্তাবিত কর্মসূচির অগ্রাধিকারসমূহ এবং একশনএইড বাংলাদেশ-এর সাথে অভিন্নতার স্তর, এবং**
- **একশনএইড বাংলাদেশ-এর দক্ষতা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনার সাথে সাথে এর কর্মসূচিগুলোর উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ভবিষ্যতমুখী উপাদানসমূহ দেশের সীমা ছাড়িয়ে এবং ২০২৮ সালের চেয়েও এগিয়ে।**

৪. কর্মসূচির অগ্রাধিকার :

সিএসপি ৬ এ আমাদের কর্মসূচিগুলোর অগ্রাধিকার (মূলধারার কর্মসূচিগুলো) নিম্নের চিত্রে দেখানো হয়েছে :

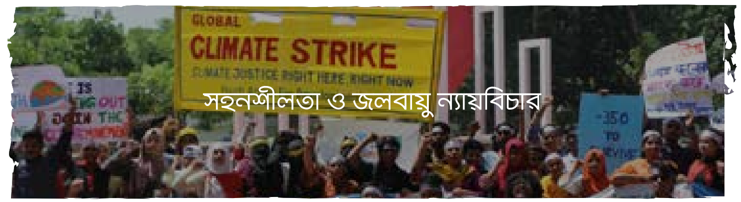

একশনএইড বাংলাদেশ-এর কর্মসূচির অগ্রাধিকারসমূহ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারণ করা হয়। প্রাসঙ্গিকতা, কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং জনসম্পৃক্ততার মূল দিকগুলো বিবেচনা করে প্রতিটি কর্মসূচি নির্ধারিত হয়।

৪.১ অগ্রাধিকার ০১: নারী অধিকার ও জেন্ডার ন্যায্যতা (ডব্লিউআরজিই)

প্রেক্ষাপট :
যথাযথ আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীদের বৈষম্য ও সহিংসতা মোকাবেলা করতে হয়, এখানে তরুণ নারীদের ৫১ শতাংশই বাল্য বিবাহের শিকার। নিরোধমূলক আইন থাকার পরও বাল্যবিবাহের মতো নেতিবাচক ঘটনাগুলোর অবসান হয়নি। উপরন্তু, বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার (ভিএডব্লিউ) ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক বেশি। ২০১৫ সালের সর্বশেষ নারী নির্যাতন জরিপ (ভিএডব্লিউ সার্ভে) অনুযায়ী, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৭২.৬ শতাংশ) বিবাহিত নারী তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার স্বামী বা সঙ্গীর দ্বারা এক বা একাধিক ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং ৫৪.৭ শতাংশ শেষ ১২ মাসের মধ্যে সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

নারীরা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেহোক সেটি ব্যবসা বা কৃষিতে, উদ্যোক্তা বা কর্মচারী হিসাবে, বা পরিবারের মধ্যে অবৈতনিক সেবাদান কাজের মাধ্যমে। তবে, তারা দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং শোষণের কারণে পুরুষের চেয়েও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অংশগ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ে। ক্ষতিকর অনুশীলনগুলো এবং নারী, মেয়ে ও ট্রান্সজেন্ডারদের মানবাধিকার লঙ্ঘন-এর বাস্তবতা উদ্বেগের কারণ। তাই নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সেবাদানমূলক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হবে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ :
আমরা সব ধরনের কর্মসূচিতে নারী অধিকার এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীলতাকে প্রাধান্য দেবো।
এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করা হবে:

- **পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে জারি থাকা সকল ধরনের নেতিবাচক সামাজিক অনুশীলন যা সমাজে তাদের অবদমিত অবস্থানকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে চায়।**
- **সকল প্রকার বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্ষম করে তুলতে নারীদেরকে উন্নতির কার্যকর উপায় বেছে নিতে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের জন্য আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিতে অবদান রাখা।**
- **নারী ও মেয়েদের উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের কার্যকর উপায় খুঁজে বের করার মাধ্যমে জলবায়ু ন্যায়বিচারসহ অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায্যতা সাধনে সহায়তা প্রদান।**
- **নারী ও মেয়েদের জন্য সম্প্রসারিত, মানসম্পন্ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে, এমন জেন্ডার সংবেদনশীল সরকারি পরিষেবায় সহায়তা প্রদান।**

কর্মসূচির প্রধান খাতগুলো:
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের কর্মসূচির প্রধান খাতগুলো হবে :

- **জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই।**
- **জেন্ডার-সংবেদনশীল সরকারি পরিষেবা এবং প্রাপ্যতাকে সহায়তা দান।**
- **নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং অবৈতনিক পরিচর্যা কাজগুলোর স্বীকৃতি আদায়।**
- **জলবায়ু এবং জেন্ডার ন্যায়বিচার : শহর, কমিউনিটি এবং কর্মক্ষেত্রকে নারীদের জন্য নিরাপদ করে তোলা।**

৪.২ অগ্রাধিকার ০২. জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু ন্যায়বিচার (আরসিজে)

প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৫৬ শতাংশ (জার্মান ওয়াচ, ২০২১)। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং বিরূপ আবহাওয়ার নানা দুর্যোগের মুখে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে এই ছোট্ট ব-দ্বীপটি। এদিকে জীবাশ্ম জ্বালানীর ওপর ওনির্ভরশীল দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯৮ শতাংশ (বিপিডিবি ২০২৩)। দেশের বর্তমান উন্নয়ন মডেলের এমন সব অনুশীলনের উপর অতিনির্ভরশীলতার কারণে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন এবং পরিবেশগত হুমকি বাড়ায়, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ঝুঁকিগুলোকে আরো তরান্বিত করে। তবে টেকসই উন্নয়নের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। উপরন্তু, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি খাতকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি পোহাতে হয়। পানি দূষণ ও পানির দুষপ্রাপ্যতা কৃষির এসব চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে। আর কৃষি খাত বিপন্ন হলে স্বাস্থ্যখাত ও খাদ্য উৎপাদনেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। কপ২৮ শীর্ষ সম্মেলনের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগের পাশাপাশি বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষতা এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ডের জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ এসব সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) ২০২৩-২০৫০ এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) এর মতো পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। একটি সুরক্ষিত, জলবায়ু-সহনশীল বদ্বীপ গড়ে তুলতে এবং দেশের পরিবেশ, অর্থনীতি এবং জনসংখ্যার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য এই পরিকল্পনাগুলোর সমন্বয় ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ

- **জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলনে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণে গ্রাম ও শহরের কমিউনিটিতে সহনশীলতা (resilience) জোরদার করা।**
- **প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, বৈচিত্র্যময় ও অভিযোজিত জীবিকার পক্ষে আওয়াজ তোলা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা (responsiveness) এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।**
- **জ্বালানি রূপান্তর ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার প্রসারের জন্য ইতিবাচক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এজেন্ডাগুলো অগ্রসর করা।**
- **'লস এন্ড ড্যামেজ' এবং জলবায়ু অর্থায়নের উপর জোর দিয়ে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু ন্যায়বিচারের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা।**

পানির ন্যায়বিচার এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের পক্ষে লড়াই করার মূল ক্ষেত্রগুলো:

- **অধিক সহিষ্ণু রাষ্ট্রের জন্য ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে সমর্থন করা।**
- **খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে কৃষি বাস্তুশাস্ত্র এবং জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি (সিআরএসএ) অনুশীলনকে সহায়তা করা।**
- **অভিযোজন ক্ষমতা জোরদার করা, ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা এবং কমিউনিটির উদ্যোগে পরিচালিত সমাধানগুলোকে সহায়তা করা এবং লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ডের ন্যায্য প্রাপ্যতা ও জলবায়ু অর্থায়নের উদ্যোগ, কমিউনিটিতে ন্যায্যতা ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলন তরান্বিত করা।**
- **প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখা।**

৪.৩ অগ্রাধিকার ০৩ : তারুণ্য নির্ভর ও ন্যায্য সমাজ (ওয়াইজেএস)

প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তারুণ্যের শক্তি ও উচ্ছ্বাস অবলোকন করেছে। তারা ন্যায্যতাভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক সমাজের জন্য লড়াই করেছে।

বাংলাদেশের তরুণদের জনমিতি (Demography) বিপুল (humongous) নয়। তাই, তারুণ্যের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে, বৈচিত্র্যময়তাকে বিবেচনায় নিতে হয়। তরুণদের অধিকারের পক্ষে কথা বলা মানে নেতৃত্বের অনুশীলন, কর্মসংস্থান, জীবিকা, অসহিষ্ণুতা (intolerance), উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার অনুশীলনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা। এছাড়াও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে যুব জনসংখ্যার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে ডিজিটাল অধিকার আদায় এবং ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রগুলোতে সম্পৃক্ত হওয়া, উদ্ভাবনী কাজে সামিল হওয়া এবং কোনো ভয়-জড়তা ছাড়াই ডিজিটাল নাগরিকত্ব অনুশীলনে যুব জনসংখ্যার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ

তারুণ্যের শক্তিতে ভর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো জোরদারে আমরা বদ্ধপরিকর:

- **তরুণদের পূর্ণ নাগরিকত্ব এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনুশীলনে সহায়তা প্রদান।**
- **তৃণমূলকে এগিয়ে নিতে ও স্থানীয় পর্যায়ে থেকেই নেতৃত্ব বিকাশে এবং তৃণমূলের সংগঠনগুলোকে দিনবদলের চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় সহায়তা প্রদান।**
- **উদ্ভাবনী খাতে তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির প্রসারকে উৎসাহ প্রদান।**
- **নীতিনির্ধারণ, তহবিল বরাদ্দ এবং গতানুগতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।**

কর্মসূচির প্রধান খাতগুলো:

তরুণদের ঘিরে কর্মসূচিগুলোর প্রধান মনোযোগ হবে কাঠামোগত সংকট এবং জেন্ডারভিত্তিক সামাজিক স্টেরিওটাইপগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে তরুণদের অধিকার নিশ্চিত করা।

- **প্রান্তিক তরুণদের, বিশেষ করে তরুণ নারীদের অধিকার আদায় ও সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে নেতৃত্ব গড়ে তোলা।**
- **ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং প্রান্তিক অঞ্চলের তরুণদের ডিজিটাল নাগরিকত্ব অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করা।**
- **উদ্ভাবনী উপায়গুলো প্রচলন ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যুব-নেতৃত্বাধীন জলবায়ু ন্যায়বিচার উদ্যোগ এবং সবুজ রূপান্তর নিশ্চিত করা।**
- **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র বাড়াতে তরুণদের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করা।**

৪.৪ অগ্রাধিকার ০৪: মানবাধিকার রক্ষার কর্মসূচি (এইচপি)

প্রেক্ষাপট

শতভাগ জনগণই জলবায়ুসংক্রান্ত, ভূতাত্ত্বিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এবং সংকট/সংঘাত মোকাবেলা করতে হয়—এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। এধরনের দুর্যোগের কারণে প্রাণহানী, মানুষের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যহত হয়। সেইসাথে বাস্তুচ্যুতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া, সরকারি সেবা বিঘ্নিত হয় এবং শিশু, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকরা বাড়তি বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও দুর্যোগের কারণে নানাভাবে অরক্ষিত। একইভাবে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীও এধরনের ঝুঁকি মোকবেলা করতে হয়। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বড় ধরনের ঝুঁকির কারণে সামাজিক বৈষম্য তরান্বিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে জনগোষ্ঠিগুলোকে আরও নতুন নতুন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, একশনএইড বাংলাদেশ এই সিএসপি মেয়াদকালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এবং উদ্ধার কার্যক্রমে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেবে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ

কেবল নারীবাদী নীতি এবং মানবাধিকার ভিত্তিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে একশনএইড-এর মানবাধিকার রক্ষামূলক কর্মসূচিগুলো জোরদার করাই সিএসপি ৬ এর উদ্দেশ্য নয়। একইসাথে একশনএইড-কে মানবাধিকার রক্ষার শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাও এর উদ্দেশ্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত।

- **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় (ডিআরএম) একশনএইড বাংলাদেশ-এর নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে আরো অগ্রসর করার পাশাপাশি একশনএইড বাংলাদেশ-এর কর্মসূচি জোরদারে উদ্ভাবন এবং ডিআরএম-এর নতুন খাতগুলোতে গুরুত্বারোপ করা।**
- **বিপদ ও সংঘাতের কারণে সৃষ্ট মানবিক সংকটের পূর্বাভাস ও সেগুলো মোকাবেলায় একশনএইড বাংলাদেশ, বেসরকারি খাত, দেশীয় এনজিও এবং সিবিও'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ঝুঁকি স্থানান্তর প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেওয়া।**
- **শরণার্থী ও আইডিপি কমিউনিটির জন্য সুরক্ষা সহায়তা ও সেবাদান বৃদ্ধি করা এবং ন্যায়বিচার ও তাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করা।**

কর্মসূচির প্রধান খাতগুলো:

- **খাদ্য নিরাপত্তা, জিবিভি, সুরক্ষা, ওয়াশ (WASH), আশ্রয়ণ ও স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানবিক সহায়তা কাজে অব্যাহত সম্পৃক্ততা।**
- **শরণার্থী, আইডিপি এবং জলবায়ু অভিবাসীদের মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।**
- **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের বিকাশে তাদের সাথে কর্মসূচি জোরদার করা এবং নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।**
- **মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন ও শান্তি খাতের সম্মিলিত সক্রিয়তা (humanitarian-development-peach nexus) সহজতর করার জন্য উদ্ভাবনী উপায়গুলো অন্বেষণ করা।**

৫. অংশীদারগণ ও অংশীদারিত্ব

একশনএইড বাংলাদেশ নারী ও শিশুদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ু/পরিবেশগত ন্যায়বিচারের জন্য সকল কার্যক্রমের প্রধান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। আমরা জাতিগত সংখ্যালঘু, অভিবাসী এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং যুব সমাজের সদস্যদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলি। এ তালিকায় রয়েছে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ, প্রবীণ, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায় (LGBTQ+), শিশু, যুবক, বেকার, সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং নির্যাতনের শিকার মানুষ। সমাজের এসব অংশের মানুষ নিয়মিতভাবে বৈষম্যের শিকার হয় এবং তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। বর্তমানে অভিবাসী এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা নিরাপদ কাজের পরিবেশ এবং বিধিবদ্ধ সুবিধার থেকে বঞ্চিত।

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসূচির যেকোন আয়োজন, আন্দোলন ও প্রচারাভিযানে তরুণদের ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়। তরুণরা সবসময় আমাদের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে এবং সমস্ত ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রণী শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এভাবে একশনএইড-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে কাজ করে আসছে। এছাড়াও, সামাজিক পরিবর্তনের যে কোনও প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিষেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন খাতের সাথে কাজ করছে এমন সামাজিক সংগঠন ও মিডিয়া হাউসগুলোর সাথে আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে পারি।

কর্মসূচির মান সমুন্নত রাখার দিকে বেশি মনোযোগ থাকলেও একশনএইড বাংলাদেশ তার অংশীদারদেরকেও সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাছাই করে থাকে। যারা সিএসপি ৬ বাস্তবায়নের সময়কালে সমাজ ও কমিউনিটির মধ্যে স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন আনতে সফল হবে বলে চিহ্নিত হবে, তারাই কৌশলগত অংশীদার-এর মর্যাদা লাভ করবে। কর্মসূচির সাফল্যের প্রতি অগ্রাধিকার এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগত অংশীদার বাছাই করা হলে, প্রতি বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ এবং এই অংশীদারদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় প্রতিবছরই প্রতিশ্রুতিকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং প্রতিনিয়ত দক্ষতা বৃদ্ধি করা। পরবর্তী কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়কালের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতার অংশীদারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে:

- স্থানীয় কমিউনিটি
- কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসমূহ (CBOs) (নারী, যুব ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত)/গণসংগঠন
- দেশীয়/আন্তর্জাতিক এনজিও এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ
- মিডিয়াসহ সরকারী ও বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান(গুলো)
- জাতীয়, আঞ্চলিক (Regional) এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং প্ল্যাটফর্ম

৬. বোর্ড ও পরিচালন ব্যবস্থা

সংস্থার প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা হিসেবে একশনএইড একটি ফেডারেল মডেল অনুসরণ করে থাকে। একশনএইড ফেডারেশন এর মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্ব-শাসিত অধিভুক্ত (Affiliate) এবং সহযোগী (Associate) সংগঠন। এবং এখানে একটি কেন্দ্রীয় বা আন্তর্জাতিক (ফেডারেল) সাংগঠনিক কাঠামো এবং সম্মিলিত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিলক্ষ্য রয়েছে।

অধিভুক্ত এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর স্ব-শাসনের অধিকার এবং তাদের বিধিনিষেধের সীমাও সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত। এবং ফেডারেল আন্তর্জাতিক কাঠামো (একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল) বা অধিভুক্ত বা সহযোগী (জাতীয় পর্যায়ের একশনএইড) সংস্থার একক সিদ্ধান্তে এই সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের এই ফেডারেল মডেলটি মোটেও কেন্দ্রীভূত নয়। এখানে অধিভুক্ত এবং সহযোগী কাঠামোগুলো সুনির্দিষ্ট মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন চর্চা করে এবং কিছু ক্ষেত্রে ফেডারেশন গঠনের আগে থেকেই এগুলো প্রতিষ্ঠিতা লাভ করে (এএআই-এর প্রতিষ্ঠাকালীন অধিভুক্ত এবং তৎকালীন সংস্থাগুলো যেগুলো পরবর্তীতে সহযোগী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়)। ২০১৪ সালে 'অধিভুক্ত' হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পর থেকে একশনএইড বাংলাদেশ ৭১টি সদস্য দেশের একটি ফেডারেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একশনএইড বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রয়েছে সাধারণ পরিষদ (General Assembly), নির্বাহী পরিষদ (Executive Board) এবং সভাপতিমন্ডলী (Secretariate)। ১০ থেকে ৪০ সদস্যের সাধারণ পরিষদ প্রধান পরিচালনা পরিষদ হিসাবে কাজ করে, যেখানে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ প্রান্তিক সম্প্রদায় বা অংশীদার সংস্থার প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং জেন্ডার ভারসাম্য নিশ্চিত করা হয়। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ সংস্থার পরিচালনা কার্যক্রম (Governance) তত্ত্বাবধান করে এবং একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর বৃহত্তর কলেবরের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জাতীয় সিদ্ধান্তগুলোর সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিনিধিত্ব এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক সম্পাদকমন্ডলীর প্রধান হন।

পূর্ববর্তী সিএসপি'র সময়কালে, বোর্ড ঐ ১০ বছরে সাধারণ পরিষদ এবং বোর্ড (এএআইবিএস) এর এক দশক উদযাপন করেছিল। তারা গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

সিএসপি ৬ এর মেয়াদকালে, এএবি/এএআইবিএস-এর লক্ষ্য হলো নিজস্ব সাংগঠনিক কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য সংস্থার পরিচালনা কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করা। বোর্ড এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যরা সিএসপি ৬ এর কৌশলগত লক্ষ্য অনুসরণ করে, এর অগ্রাধিকারসমূহকে আমলে নিয়ে এবং তহবিল সংগ্রহের রিসোর্সগুলো কাজে লাগানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে লবি ও অ্যাডভোকেসির কাজে কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে।

বোর্ডের কাজ হলো সংস্থার কল্যাণ ও পরিচালনা বিভাগ, এর অনুশীলনসমূহ, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং নেতৃত্বকে খেয়াল রাখা। আর এই মনিটরিং এর ফলে সংস্থার কর্মসূচিগুলোর সফলতা, নিয়মনীতি সংক্রান্ত পরিবর্তনে ইতিবাচকতা এবং অংশীজনদের পরিবর্তনশীল প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। বোর্ড এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যরা বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার সমর্থন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মিশনকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে ব্যবস্থাপনাকে ভাল অবস্থানে থাকতে সহায়তা করবে।

৭. সাংগঠনিক অগ্রাধিকারসমূহ

৭.১ সাংগঠনিক অগ্রাধিকারসমূহ

দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আমাদের তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় অগ্রগতি করা প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান ব্যয়, তীব্র প্রতিযোগিতা, দাতাদের কঠোর মানদণ্ড এবং আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তায় নিত্যনতুন বৈশিষ্ট্যের সাথে তাল মেলাতে আমরা পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য তহবিলের সংগ্রহের সম্ভাব্য উৎসগুলো পুন:মূল্যায়নে জোর দেব।

উদ্ভাবনী সমাধান এবং উদ্ভাবনী মডেলের উন্নয়নে জোর দেওয়ার মাধ্যমে আমরা যদি সমন্বিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচিগুলো নির্ধারণ করি, তাহলে তহবিল সংগ্রহের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে ব্যক্তিগত অনুদান, বাণিজ্যিক খাত, বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, দ্বিপক্ষীয় এবং বহু-পাক্ষিক প্রাতিষ্ঠানিক দাতাদের থেকে তহবিল সংগ্রহ করা এবং প্রভাবশালী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করতে পারবো বলে আশা করি। উদ্ভাবনী তহবিল সংগ্রহের কিছু ধারণা হতে পারে এরকম : বাংলাদেশে কিছু সুনির্দিষ্ট খাত কেন্দ্রিক জনতহবিল প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ত হওয়া এবং উদীয়মান খাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় তহবিল সংগ্রহ, প্রতিযোগিতা আয়োজন (যেমন, অংশগ্রহণ এবং অনুদানকে উৎসাহিত করার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং পুরস্কার ঘোষণা করা), ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এবং দাতাদের তথ্য বিশ্লেষণে এআই-চালিত সরঞ্জামগুলোর ব্যবহার, দাতাদের প্রবণতাগুলোর পূর্বাভাস দেওয়া এবং তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয় করা। আমরা যেহেতু একটি অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছি, তাই আমরা তিনটি পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে জরুরি অবস্থার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করব : একটি আশাবাদী "সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতি", একটি চ্যালেঞ্জিং "সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি" এবং একটি বাস্তবসম্মত "প্রত্যাশিত পরিস্থিতি"। প্রতিটি দৃশ্যকল্পের জন্য, আমরা এএবি'র আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপের রূপরেখা দেব। একইসাথে, এশিয়ান ভেঞ্চার ফিলানথ্রপি নেটওয়ার্ক (এভিপিএন), এশিয়া ফিলানথ্রপি সার্কেল (এপিসি) এবং আরব ফাউন্ডেশন ফোরাম (এএফএফ) এর মতো আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল বাজার এবং প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করব। পরিচিত দেশগুলোর বাইরেও আমরা জিডিপি'র তিনটি রোমাঞ্চকর জায়গা চিহ্নিত করেছি : উত্তর আমেরিকা, এশিয়া এবং আরব অঞ্চল। সম্পদ বরাদ্দের কাজে নিয়োজিত কর্মীগণ অর্থায়নকারী অধিভুক্ত সংস্থা এবং আঞ্চলিক সংস্থার দায়িত্বরত কর্মীদের সাথে মিলে এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জন্য মার্কেট এন্ট্রি প্ল্যান এবং দাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের কৌশল প্রণয়ন করবে। পাশাপাশি তারা বর্তমান সম্পর্কগুলো আরো জোরদার করবে এবং সেই সম্পর্কের ভিতের উপর দাঁড়িয়েই নতুন যোগাযোগ গড়ে তুলবে। এএআই কৌশলপত্র : ২০২৮- কৌশলগত পরিবর্তন ৩ এর মাধ্যমে যেই প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করে--"আমাদের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) এবং মূল্যবোধের (Values) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিতে আমাদের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি এবং কৌশলে উদ্ভাবনী চিন্তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।" চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, নতুন অংশীদারিত্বের দ্বার খুলছে এবং বিকল্প উৎসের ব্যাপারে আমরা অবগত এবং সেখানে পৌঁছাতে নিজেদের প্রস্তুত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা যেভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই :

- আমরা বিশ্বাস করি একশনএইড বাংলাদেশ-এর সকল কর্মীই নতুন কিছু সৃষ্টিতে এবং তহবিল সংগ্রহে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখে। তাই, প্রোগ্রাম স্টাফ, সিনিয়র লিডারশিপ টিম, বোর্ড সদস্য, অধিভুক্ত এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর পরিচালনা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ও কান্ট্রি ডিরেক্টরগণ সহ আমরা সকলেই আমাদের কৌশলগত লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নিতে দাতাদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক তৈরি করব।

- আমরা ভবিষ্যৎ-নিশ্চয়তা দানকারী তহবিল সংগ্রহের চর্চাকে প্রাধান্য দিব, দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা থেকে প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করব, আমাদের দাতা এবং অংশীদারদের প্রত্যাশার দিকে নিবিড় মনোযোগ দেব এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে যোগাযোগ বৃদ্ধি করব।

- আমরা জোর দিবো অভিযোজন-সক্ষমতা অর্জনে, উদ্ভাবন, বৈচিত্র্যকরণ, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক, তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে। যেকোনো বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আমরা সম্যক ধারণা অর্জন করবো এবং প্রতিনিয়ত শিখন অব্যাহত রাখব।

- আমরা আমাদের বিদ্যমান সক্ষমতা মূল্যায়ন করব এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহ, সমর্থক বিপণন, দাতা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, নতুন ব্যবসা উন্নয়ন, অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি খাতের ব্যস্ততা এবং সামাজিক উদ্ভাবনের জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করব।

- আমরা নিয়মরক্ষার সিএসআর-এর চেয়ে কৌশলী উপায়ে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে প্রাধান্য দিব যা প্রধান খাতগুলোর বাণিজ্যিক মডেলগুলোর জন্য যৌথ মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে এবং কর্মী ও গ্রাহক উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হবে।

- দাতাদের আগামী প্রজন্ম (জেনারেশন জেড এবং মিলেনিয়ালস) অধিকতর নিবিড় সম্পৃক্ততা এবং সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা-চালিত অভিজ্ঞতা আশা করে। এই পরিবর্তনকে আমলে নিয়ে, আমরা চাইল্ড স্পন্সরশীপ মডেলটি স্থানীয় প্রেক্ষাপটে তৈরি করব, তহবিল সংগ্রহের জন্য মানুষের মনোযোগ আকৃষ্টকারী বিভিন্ন উপকরণ ডিজাইন এবং সেগুলো ব্যবহার করব।

- তহবিল আবেদনে আমরা খুবই সিলেক্টিভ হব এবং প্রাতিষ্ঠানিক দাতাদের কাছে কেবল পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত মডেলগুলো তুলে ধরব। সমষ্টিগত শক্তিকে কাজে লাগাতে কনসোর্টিয়ামে সমমনা স্থানীয় এনজিও/আইএনজিওগুলোর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব রচনা করব।

- এছাড়াও, পারিবারিক ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারি ট্রাস্টের মতো উদীয়মান জনহিতৈষীরা অনুদানের সহযোগিতামূলক উপায়কে এগিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের বৈশ্বিক এবং স্থানীয় নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সৎ ও স্বচ্ছ মডেল অনুসরণ করে উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হব। সম্মিলিতভাবে, আমরা কাজ করে এমন সমাধানগুলো সহ-তৈরি এবং সহ-তহবিল করব।

- আমাদের তহবিল সংগ্রহের কৌশলে সরকারি-বেসরকারি খাতের উভমুখী অর্থায়ন (Blended Finance) এর ধারণা যুক্ত করা, সাংগঠনিক প্রস্তুতির মূল্যায়ন করা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টর এবং মধ্যস্থতাকারীদের (intermediaries) সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

৭.২ ইনোভেশন হাব

টেকসই, যুগান্তকারী, উদ্যোগী এবং কার্যকর কর্মসূচী এবং উন্নয়ন সমাধানগুলো বের করার জন্য এবং সেগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সম্মিলিত তৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে ইনোভেশন হাব (Innovation Hub)। সংগঠনের সারাদেশের কর্মীরা এটিকে জ্ঞান (knowledge), অভিনব চিন্তা (ideas) এবং গভীর পর্যবেক্ষণ (insight)-এর অপার ভাণ্ডার হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত উন্নয়ন এগিয়ে নিতে, বুদ্ধিমত্তাকে শানিত করতে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে এবং প্রচলিত কর্ম পদ্ধতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন কিছু হাজির করার জন্যই ইনোভেশন হাব। আর এর ফলে আমাদের সেবা গ্রহীতাদের জন্য উচ্চতর সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উদ্ভাবনী সমাধানের উপায় বের করার জন্য আমাদের লক্ষ্য হবে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, গবেষক এবং প্রচারকদের সম্পৃক্ত করা, এবং এক্ষেত্রে নিবিড় যাচাইকরণ শেষেই চূড়ান্তভাবে সবকিছু বাস্তবায়ন করা হবে।

আমরা যেভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই :

- **পথ নির্দেশক নীতি হিসাবে একটি মানব-কেন্দ্রিক নকশা পদ্ধতি গ্রহণ করে গভীর সহানুভূতি ধারণ করে এবং প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পর্যায়ে তাদের জড়িত করে মানুষের প্রয়োজনকে সংহত করুন।**
- **অধিগ্রহণ ব্যয় এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রোটোটাইপিং, মান যাচাইকরণ এবং পরিমার্জনের পুন:চক্রের মাধ্যমে ক্রমাগত তহবিল সংগ্রহের পণ্যগুলো ক্রমাগত পরিমার্জন এবং উন্নত করার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশা প্রক্রিয়া গ্রহণ করুন।**
- **উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে প্রতি বছর উদ্ভাবনী আইডিয়া কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা, কর্মশালা এবং বহুমুখী অংশীজনদের সাথে আলাপ আলোচনার আয়োজন করা।**
- **স্বীকৃতি দান এবং পুরস্কারের মাধ্যমে উদ্ভাবনী দক্ষতাকে উৎসাহিত করা, রূপান্তরমূলক এবং অব্যাহত সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের উদ্যোগকে সমর্থন করা এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সবার সাফল্যকে উদযাপন করা।**

৭.৩ নীতি গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি

একশনএইড বাংলাদেশ মূলত গবেষণাধর্মী এবং অ্যাডভোকেসি বিষয়ক কাজ করে থাকে। অধিকার আদায়, পুনর্বিতরণ (Redistribution) এবং স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য এ ধরনের কাজ সবচেয়ে কার্যকর। অধিকার-সমুন্নত (Rights-based) পদ্ধতি অনুসরণ, জনগণের অধিকার আদায়ে মানুষ ও কমিউনিটির দাবিকে প্রচার ও সমর্থন করা একশনএইড বাংলাদেশ-এর অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। একশনএইড বাংলাদেশ অ্যাডভোকেসি বলতে বোঝে বেশকিছু কর্মকাণ্ডের কৌশলগত সম্মিলন, যার লক্ষ্য থাকবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আইন ও বিধিমালা, কাঠামো এবং অনুশীলনগুলোকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যাতে করে বৈষম্যের জন্য দায়ী প্রধান কারণগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসন করা যায়।

অ্যাডভোকেসি হতে হবে প্রমাণ-নির্ভর বা প্রমাণ-সমর্থিত। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর সংস্থার নিজস্ব গবেষণা, জরিপ, এবং কর্মসূচিগুলো থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে, এছাড়াও বহি:স্থ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়, তবে সেগুলো হতে হবে অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য এবং নকশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই জাতীয় কৌশলপত্রের সময়কালে, একশনএইড বাংলাদেশ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার উপযোগী প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তিগুলোর একটি সমন্বিত সংকলন প্রণয়নের জন্য তার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টাকে জোরদার করে এই জ্ঞান-ভিত্তিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। এ পরিকল্পনায় রয়েছে মানসম্পন্ন গবেষণা বৃদ্ধি এবং গবেষণা কর্মে সংস্থার অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা জোরদার করা । লক্ষ্য হলো সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং চর্চায় জ্ঞান উৎপাদন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে অপরিহার্য করে তোলা, যেন সংস্থাটি শতভাগ জ্ঞান-নির্ভর সংস্থায় রূপান্তরিত হয়।

প্রভাব বাড়াতে আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে কাজে লাগিয়ে এএবি'র পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিদ্যমান ও সমসাময়িক উভয় ইস্যুতে এগিয়ে নিয়ে যাব। অ্যাডভোকেসি এবং লবিং প্রচেষ্টা নীতি ও আইনি সংস্কার অর্জন এবং জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামিংকে প্রভাবিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে। এএবি স্থানীয় এবং তৃণমূল স্তরের অ্যাডভোকেসি পরিমণ্ডলে তার সম্পৃক্ততা, পদচিহ্ন এবং তাই সাফল্য বাড়ানোর জন্যও প্রচেষ্টা করবে। আমরা জরুরি প্রতিক্রিয়া, শ্রমিকদের অধিকার এবং শালীন কাজ, যুব ক্ষমতায়ন এবং সবুজ ও টেকসই রূপান্তরের জন্য জলবায়ু ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার সহ লিঙ্গ ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য অতীত এবং চলমান অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি নতুন এবং প্রাসঙ্গিক অ্যাডভোকেসি এজেন্ডা অব্যাহত রাখব।

শরণার্থীদের ন্যায্য এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অতীত এবং চলমান বিষয়গুলো ছাড়াও, সিএসপি ৬ বাস্তবায়নের সময়কালে আমরা যেসব বিষয়ে অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রাখবো : পানির ন্যায্য অধিকার এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার অনুশীলন, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সর্বজনীন ডিজিটাল অধিকার, সবুজ কর্মসংস্থানসহ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যুবকদের জন্য শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুবকদের জনমিতি লভ্যাংশ (Demographic Dividend) বাস্তবায়নের জন্য তরুণদের কল্যাণার্থে বিনিয়োগ করা, এবং সেই লক্ষ্যে ডিজিটাল বৈষম্য (Digital Divide) নিরসনের মাধ্যমে ডিজিটাল অধিকার নিশ্চিত করার পক্ষে এবং জলবায়ু অভিবাসীদের অধিকার আদায়।

৭.৪ এমইএএল এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট

একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর এএলপিএস (অ্যাকাউন্টেবিলিটি লার্নিং অ্যান্ড প্ল্যানিং সিস্টেম) এবং মেটা থিওরি অব চেঞ্জ (এমটিওসি)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একশনএইড বাংলাদেশ সাংগঠনিক পর্যায়ে একটি এমইএএল (MEAL) সিস্টেম তৈরি করেছে। এই এমইএএল তথা পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা এবং শিখন (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning) সিস্টেমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য (Mission) এবং রূপকল্প (Vision) এগিয়ে নেওয়া এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান এবং শিখন তৈরি করা। আগামী পাঁচ বছরে একশনএইড বাংলাদেশ আমাদের এমইএএল ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করবে, যাতে কর্মীরা কর্মসূচির ফলাফল এবং অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য আরও দক্ষ হয়ে উঠে। নিম্নলিখিত প্রত্যাশিত ফলাফল বিবেচনা করা হবে।

- **এমইএএল সিস্টেম এবং পদ্ধতির এমনভাবে মানোন্নয়ন করা যাতে করে তাৎক্ষণিক ডেটা (রিয়েল টাইম ডেটা) সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর এবং ওয়েব/অ্যাপ-এর মত সাশ্রয়ী সমাধান গড়ে তুলবে এবং এমইএএল কর্মীরা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মীরা এবং অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফলাফল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (প্রজেক্ট-অন-ট্র্যাক) চালু করবে।**

- **জ্ঞান এবং প্রমাণ-নির্ভর শিখন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা যাতে করে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো থেকে প্রাপ্য শিখন আন্তর্জাতিকভাবে একশনএইড ফেডারেশন এর তথ্য ভান্ডারে জমা হয়।**

৭.৫ মিডিয়া ও কমিউনিকেশন

আমাদের লক্ষ্য একশনএইড বাংলাদেশ-এর জন্য বিশেষায়িত একটি কার্যকর যোগাযোগ কৌশল অবলম্বন করা এবং মূলধারার মিডিয়া জগতকে (Media Ecosystem) প্রভাবিত করা। এই কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার বাস্তবায়নের সময়কালে সমাজের মধ্যে একটি সার্বিক অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই প্রভাব নিশ্চিতের লক্ষ্যে আমাদের সামগ্রিক কর্মসূচিগুলো, ক্যাম্পেইন এবং অ্যাডভোকেসি উদ্যোগগুলো আরো ত্বরান্বিত করতে নিজস্ব যোগাযোগ কৌশল জরুরি।

- **অর্থবহ অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিশ্চিত করতে আমাদের প্রোগ্রাম এবং অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার সাথে একশনএইড বাংলাদেশের অংশীদার এবং সকল স্তরের অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত করুন।**
- **তরুণ সমাজ, নারী ও কমিউনিটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সামাজিক ও জলবায়ুর ন্যায়বিচার-প্রশ্নে কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের আহ্বানকে আরও শক্তিশালী করা।**
- **একশনএইড বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা উদ্যোগগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে দেশ এবং এর বাইরের সংশ্লিষ্ট দাতাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলা।**

৭.৬ সাংগঠনিক উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তর

কার্যকর কর্মতৎপরতা নিশ্চিত করতে এবং কর্মসূচি থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে, একশনএইড বাংলাদেশ তার সাংগঠনিক মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। এই উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ যেখানে সাফল্যের জন্য উন্মুখ কর্মীরা সর্বদা তাদের পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত প্রশংসা এবং অনুপ্রেরণা পাবে। কর্ম ব্যবস্থাপনার উন্নতি, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, এবং নিরন্তর শিখন ও ব্যক্তিগত উন্নতিকে উৎসাহিত করবো আমরা।

অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করতে বৈচিত্র্যে, নেতৃত্বে এবং উচ্চ সক্ষমতাসম্পন্ন টিম তৈরিতে জোর দিবো আমরা। এই অঙ্গীকারটি নিরাপদ প্রোগ্রামিংয়ের প্রচারের জন্য প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ নীতি এবং জাতীয় আইনগুলোর সাথে সম্মতি দ্বারা পরিচালিত সমস্ত কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমর্থিত হবে।

উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অভিজ্ঞতার মিশেলের গুরুত্বকে আমলে নিয়ে, আমরা সর্বদা আমাদের জনবলের মধ্যে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবানদের যুক্ত করার চেষ্টা করব। তাদের নানা মূল্যবোধগুলো, যেমন জীবনের লক্ষ্য, বৈচিত্র্য এবং কর্ম-জীবনের ভারসাম্যকে বোঝার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের পেশাগত বিকাশ এবং মানানসই দায়িত্বে নিয়োজিত করব।
একশনএইড বাংলাদেশ কর্মসূচিগুলোতে প্রক্রিয়াগত দক্ষতা (operational efficiency) বৃদ্ধি এবং কর্মসূচির প্রভাব জোরদার করার জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে একাগ্র হবে। একশনএইড ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে সহযোগিতা বৃহত্তর একশনএইড ফেডারেশনের মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বনের দিকে চালিত করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে উদারতাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা প্রযুক্তিগত অবকাঠামোকে সমৃদ্ধ করব এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Ethical Use) অক্ষুণ্ণ রাখতে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করব। প্রযুক্তি আমাদের কাজের দক্ষতার জন্য ব্যবহৃত হবে এবং আমরা যে সকল কমিউনিটির সাথে কাজ করি তাদের জন্য কার্যকর এবং সময়োপযোগী সহায়তা নিশ্চিতে সহায়ক হবে। ব্যাপক মূল্যায়ন পরিচালনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ, আমরা ডেটা সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করব।

৭.৭ ফিন্যান্স ও এডমিন

সংস্থার নিরবচ্ছিন আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ-এর পাঁচ বছর মেয়াদি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কৌশল কয়েকটি মূল স্তম্ভের উপর প্রণীত হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতীয় কৌশলপত্রের সময়কালে একশনএইড বাংলাদেশ-এর অর্থ বিভাগ সফলভাবে একটি কাঠামো গড়ে তোলে যাতে আর্থিক (Fiscal) ব্যবস্থাপনা জোরদার, জবাবদিহিতা নিশ্চিত, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া পরিমার্জন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন এবং পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এই বিভাগের প্রধান কাজগুলো হলো, ব্যবস্থাপনা নীতি এবং অনুশীলনগুলিকে শক্তিশালী করা, পেশাগত সততা বজায় রাখা এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমটির কর্মদক্ষতা সর্বোচ্চ (Optimize) করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়া। একশনএইড বাংলাদেশ ব্যয়-সাশ্রয়ী সম্পদ ব্যবহারের সুবিধার্থে, সম্পদ বরাদ্দের বিষয়ে কঠোর জবাবদিহিতা বজায় রাখতে এবং সরকার এবং দাতাদের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য একটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে। একশনএইড বাংলাদেশ

জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী অনুশীলন করে যা ভবিষ্যতে তার সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু থাকবে। প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার সিএসপি ষষ্ঠ মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকবে, এবং যেহেতু আমরা আর্থিক সম্পদের ভিত্তি আরও বৈচিত্র্যময় করতে চাই, আরো স্বায়ত্তশাসনের সাথে প্রগতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে চাই, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং কাঠামো বিকাশ করতে চাই। একশনএইড-এর লক্ষ্য সংস্থার আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা এবং একশনএইড বাংলাদেশ-কে তার অভিলক্ষ্য (Mission) অর্জনের যাত্রায় অর্থনৈতিক মানদণ্ড পৌঁছানো।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Audit)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সংগঠন পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলির দক্ষতা মূল্যায়ন করে সংস্থাটিকে তার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) এবং কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কর্মসূচি বা সংগঠনের বলয় বৃদ্ধির জন্য পরবর্তী পরামর্শ প্রদানের সাথে সাথে, এই

মূল্যায়ন পদ্ধতিগত এবং কঠোর পর্যালোচনামূলক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে যে যে বিষয়ে সহায়তা

করা হয় :

- **ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা এবং পরিচালনা করা।**
- **তাৎপর্যপূর্ণ আর্থিক, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং পরিচালনাগত তথ্যের নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সময়োপযোগীতা নিশ্চিত করা।**
- **প্রতিষ্ঠানের রিসোর্সের সুদক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এবং যথাযথ সুরক্ষা বিধানে উন্নতি সাধন।**
- **প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুণমান এবং ক্রমাগত উন্নতির সংস্কৃতি গড়ে তোলা।**

কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি পেপার বাস্তবায়নের সময় জুড়ে, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমটি সংস্থার মধ্যে একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা এবং কৌশলগত অংশীদার-এর দায়িত্ব পালন করবে। এটি প্রশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করার জন্য মূল্যবান পর্যবেক্ষণ (Insight) এবং সুপারিশ প্রদান করবে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ধারাবাহিক উন্নতির মাধ্যমে বিশেষায়িত একটি সংস্কৃতি চর্চা করা, যেন সংগঠনের ভেতরে এবং অংশীদারদের সাথে সততা এবং নৈতিক চর্চা সমুন্নত রাখা যায়।

৭.৮ প্রশাসন

সংস্থার কর্মদক্ষতাকে জোরদার করতে প্রশাসনিক নীতি এবং পদ্ধতিগুলি এমন কৌশলগত উপায়ে সমন্বিত করা হয় যেন ব্যয়-সাশ্রয়ী কেনাকাটা অনুশীলন এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি বলবত সমুন্নত থাকে। একশনএইড বাংলাদেশ কর্মীরা তাদের পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে 4R নীতি (Refuse, Reduce, Reuse and Recycle/ অসম্মতি, হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, বহু ব্যবহার এবং রিসাইকেল) অব্যাহত রাখবে। সংস্থাটি সেইসকল সরবরাহকারী এবং সেবাপ্রদানকারীদের অগ্রাধিকার দেয় যাদের এসএইচইএ এবং পিএসইএ সহ জেন্ডার নীতিমালা আছে, যারা পরিবেশ-বান্ধব পণ্য এবং পরিবেশবাদী যেমন বহু ব্যবহারযোগ্য বা রিসাইকেল উপযোগী জিনিসপত্র, শক্তি-দক্ষ বিদ্যুৎ সরঞ্জাম এবং স্বল্প-কার্বন পরিবহন মাধ্যমগুলো সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও, ডিজিটাল নিমন্ত্রণপত্র এবং ইভেন্ট উপকরণগুলি বেছে নেওয়া, পচনশীল পণ্যের ব্যবহার এবং দক্ষ রিসাইক্লিং ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করা হবে। প্রশাসনিক বিভাগ বার্ষিক কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন নিরূপণ করে সবসময় সংস্থার কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint) হ্রাস করার উপায়গুলো চিহ্নিত করবে এবং তার অংশীজনদেরকে অবহিত করবে এবং সম্ভাব্য সর্বনিম্ন আর্থিক সংস্থান ব্যবহার করে ও সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পরিবেশগত প্রভাব বজায় রেখে পরিবেশগত উৎকর্ষতা (Stewardship) জোরদার করবে।

সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা :

একশনএইড বাংলাদেশ-এর কাছে তার কর্মী, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ, এবং সংস্থার নিজস্ব সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একশনএইড সদস্য এবং আমরা যে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে থাকি উভয় পক্ষের জীবনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি একশনএইড বাংলাদেশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই নিয়মিত নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনামূলক বক্তব্য (ব্রিফিং), ধারণা প্রদান অনুষ্ঠান (ওরিয়েন্টেশন), প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ জাতীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একশনএইড গ্লোবাল সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি প্রটোকল অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে একশনএইড বাংলাদেশ। আমাদের উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে শারীরিক নিরাপত্তা ও তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা এবং নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন জারি রাখা। আমাদের কার্যক্রমে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করে একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এই দেশে সাফল্যের সাথে তার অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ভবিষ্যতেও এই অনুশীলনগুলো অনুসরণ ও জোরদার করা হবে।

সিএসপি ৬ এর সামগ্রিক প্রত্যাশিত ফলাফল

এই কৌশলপত্রেরও লক্ষ্য হবে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখা। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি (এইচআরবিএ) কাজে লাগিয়ে বৈষম্য দূরিকরণ সম্ভব। মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন কমিউনিটিতে ও দেশে দেশে বঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, সংহতি এবং প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ক্ষমতা সম্পর্কের অন্যায্যতা দূরীকরণে কাজ করি আমরা।

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে নারী ও তরুণ নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে অধিকার প্রত্যাশীদের জন্য ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি তরান্বিত হয়। এ ধরনের নেতৃত্ব সবসময় উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম, পরিবেশবান্ধব রূপান্তরকে বেগবান করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের জেন্ডারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বরাদ্দ নিশ্চিত করে এবং বাংলাদেশের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য নীতি এবং আইনী সমন্বয়কে অত্যাবশ্যকীয় মনে করে। ফলস্বরূপ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও জলবায়ু ন্যায়বিচারের অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিকোণ সহ সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপট, বিশেষত কৃষি, শক্তি, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন এবং শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য প্রতিক্রিয়া উদ্যোগের ক্ষেত্রে রূপান্তরের জন্য লক্ষণীয় রূপান্তর হবে।

একশনএইড বাংলাদেশ ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিএসপি ৬ মেয়াদে একটি কর্মতৎপর, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে এগিয়ে যাবে। সাংগঠনিক কার্যকারিতা, সম্পৃক্ততা, সম্মিলিত সহযোগিতা, জেন্ডার সমতা, অন্ত: ও আন্ত: সংস্থা নেতৃত্ব বিকাশ, নীতিমালা অনুসরণ এবং সংগঠনের মধ্যে সুপরিচালনা নীতিতে ভর করে ’৫০-এ-৫০’ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এই কৌশলপত্রের মেয়াদে সংস্থাটি কার্যকর বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং ডিজিটালাইজেশনে জোর দিবে।

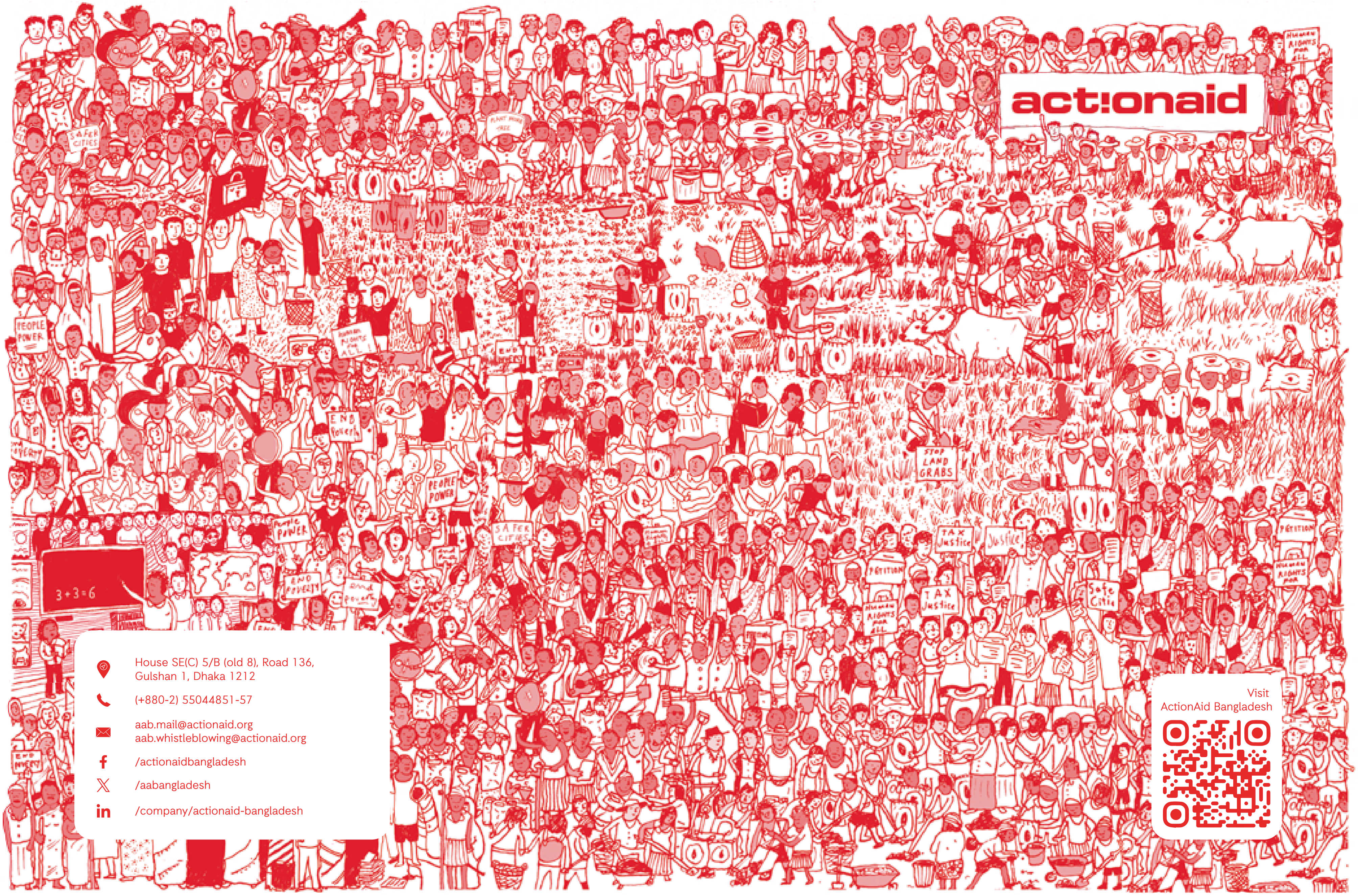

House SE(C) 5/B (old 8), Road 136,
Gulshan 1, Dhaka 1212

(+880-2) 55044851-57

aab.mail@actionaid.org
aab.whistleblowing@actionaid.org

/actionaidbangladesh

/aabangladesh

/company/actionaid-bangladesh

Visit
ActionAid Bangladesh